দৈনিক সংবাদ

ঢাকা : বুধবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৩৯৪

SEP 1987

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ঃ সুপারিশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য একটি প্রস্তাব নেয়া হয়েছে।

গত জুলাই মাসে ক্যাম্পাসে গোলাগুলী ও ছাত্র সংঘর্ষে দু'জন ছাত্র ও একজন রিক্সাচালক নিহত হয়।

এর আগেও সিট বরাদ্দ নিয়ে দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়েছে। অস্ত্রধারীদের বহিরাগত আখ্যা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যেতে বলা হয়েছিল সেদিন। 'বহিরাগত' অস্ত্রধারিগণ ছাত্রদের মধ্যে সমর্থন ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আস্তানা গাড়তে পারে না। এই সমর্থনের পিছনে গোটা ছাত্র সমাজ থাকে না, কিন্তু তারা ছাত্র রাজনীতির নামে কতিপয় সন্তানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলতেও পারে না, সাহস পায় না। এই অস্ত্রধারীদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চিনে না এমন নয়। সিনেট তদন্ত কমিটি স্বীকার করেছেন যে, শিক্ষকরাও অস্ত্রধারীদের হাতে বহুবার অপমানিত হয়েছেন।

যতদূর জানা যায় বহু সিনেট সদস্য এবং কর্তৃস্থানীয় শিক্ষাব্রতী পর্যন্ত এদের কথায় বাধ্য হয়েছেন সায় দিতে। সেই অবমাননাকর পরিস্থিতি প্রকাশের লজ্জা বহন না করলেও অজানা ছিল না অনেকের নিকট।

তবুও অস্ত্রধারীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়ণ ও চিহ্নিত করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন উদ্যম দেখাননি। গত জুলাই মাসে ১৮টি ছাত্র সংগঠন এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রথমবারের মত ছাত্র রাজনীতিকে যারা কলুষিত করছে অস্ত্রের জোরে তাদের নামোল্লেখ করে বহিষ্কারের দাবী জানিয়েছিল।

কর্তৃপক্ষ সেদিন বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হননি। এই মস্তানদের প্রতি রাজনৈতিক দলের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এত ঘন ঘন বোমাবাজি ও অস্ত্রের প্রদর্শনী সম্ভব হত না।

অস্ত্রের উৎস বন্ধ করার দায়িত্ব সরকারের। সরকার কিছুদিন হল একটি ছাত্র সংগঠনের বিলুপ্তি ঘোষণা করে। অথচ সরকার থেকে বারংবার বলা হয়েছে যে, জাতীয় ছাত্রদল সরকারের কর্মসূচী সমর্থন করে, কিন্তু এটি সরকারী দল জাতীয় পার্টির অঙ্গ সংগঠন নয়। ছাত্র সংগঠনটিকে বিলুপ্ত ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভিন্ন কথাটাই সামনে এসেছে।

এর চেয়েও বড় এবং আসল কথা হল আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র তো প্রকাশ্যে বিনা লাইসেন্সে বিক্রি হয় না। অথচ লাইসেন্সবিহীন অস্ত্রের প্রদর্শনী প্রকাশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে। সরকার যেমন এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেনি, তেমনি অস্ত্রধারীদের সনাক্ত করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও উৎসাহ দেখাননি। শুধু বাকবিভূতির আশ্রয় নিয়ে উপদেশ দিয়ে নীতিবাক্য শুনিয়ে এ অবস্কার অবসানের অবাস্তব পথ ধরে ছিলেন।

যে নৈতিক শক্তির বলে অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা একদা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন হতে উচ্চারিত হয়েছিল এবং ছাত্রসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সরকার সমর্থন জানিয়েছিল, তার অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র যোগানোর ধারাটি অব্যাহত থাকায় এবং রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিকতার অভাবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাসলম্যানরা কোন এক অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলি চালনে বারংবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। তাদের শুধু 'বহিরাগত' আখ্যা দিয়ে মনকে চোখ ঠারতে চেয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলো। কিন্তু নৈতিক শক্তি কোন কূটকৌশলের সহায়তায় কার্যকর হতে পারে না। সুতরাং ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে একজন উপাচার্য মনোদুঃখে বিদায় নিলেন। এ রকম অবস্থায় উপাচার্য হিসেবে অপর একজন শিক্ষাব্রতী দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান না হওয়ায় দেখা গেল বর্তমান উপাচার্যসহ সিনেটের সদস্যগণ এবং সাধারণ ছাত্র কয়েকজন মতলববাজ তরুণ, যারা গোপন প্রশ্রয়ে বর্ধিত, তাদের হাতে জিম্মি।

এরূপ পরিস্থিতিতে এবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার মত অবস্থার সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তার জন্য দায়ী করা হয়েছে সকলের চোখে।

সিনেট নিরুপায় হয়ে স্বীকার করছে যে, সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না এলে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রের রাজনীতির অভিশাপমুক্ত করার প্রক্রিয়া সফল হতে পারে না।

উপাচার্যের নিকট তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করেছেন। রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসকারীদের চিহ্নিত করে তাদের বহিষ্কার করার দাবী জানানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের কোন মহলের মুখ না চেয়ে বহিষ্কার করেন তবে সাধারণ ছাত্র সমাজের সমর্থন মিলবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকগণকে ন্যায়নিষ্ঠ এবং নির্ভীকতার পরিচয় দিতে হবে। কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি দুর্বলতাবশতঃ কোন মহলকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

সরকারই একমাত্র ক্ষমতা রাখে অস্ত্রের উৎস বন্ধ করার কিন্তু শিক্ষক ও সাধারণ ছাত্রসমাজ নিরপেক্ষভাবে দৃঢ় ভূমিকা নিলে 'বহিরাগত' ও অস্ত্রধারী তাদের সমর্থক দু'চারজন ছাত্র নামধারী গুণ্ডা হলে অবস্থান নিতে পারে না। রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব কোন অংশে সরকার থেকে কম নয়। ন্যায়-অন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে তারা অনেক সময় তাদের সমর্থক কী সমর্থক নয় এই ভিত্তিতেই কোন নির্দিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মূল্যায়ন করেছেন। প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে শ্লোগান দেয়া, ছাত্রদের চেহারা ও তাদের দলগত অবস্থান সাধারণ কোন ছাত্রই জানে না, এরকম ধারণা রাজনৈতিক দলগুলোর বিসর্জন দিতে হবে এবং কোদালকে কোদাল বলার সৎ সাহস থাকা চাই।

'সব দোষ নন্দ ঘোষ' বলে সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ বারংবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্তি ও সংঘর্ষকে উস্কে দিয়েছে। অথচ, এর ফলে তারা লাভবান হননি। অযথা বিপথগামী তরুণরা আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। শিক্ষাঙ্গন কলুষিত হয়েছে। ছাত্র রাজনীতিকে গৌরবজনক খাত থেকে এভাবে বিচ্যুত করার ধারা স্বৈরতন্ত্রকেই শক্তিশালী করে। এ কারণেই গণতন্ত্রের পতাকা যতবার উঁচু করে ধরার চেষ্টা হয়েছে, তাতে রক্তের দাগই চোখে পড়েছে। পতাকার মান বাড়েনি।